বৈশাখী মেলা - অলিম্পিক ষ্টাইল

গত ১৩ বছর বৈশাখী মেলা হয়েছে বারউড স্কুলের ছোট্ট প্রাঙ্গনে। এবার হবে অলিম্পিক পার্কে। ডঃ এজাজ আল মামুন দুদিন আগে ফোন করে বললেন প্লীজ একটু আগে আসবেন। এগারোটায় আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ছবি তুলতে হবে। বৌ বাচ্চা অত সকালে যাবে না। ওদের বললাম তোমরা পরে এসো, আমি একটু আগেই যাই। অলিম্পিক পার্কের কাছে যেতেই ট্রাফিক কন্ট্রোলের ইলেকট্রনিক সাইন বোর্ডে চোখ আটকে গেল। খুব ভালো লাগলো দৃশ্যটা। একটা ছবি তুলতে ইচ্ছ হলো। সড়ক ধরে কয়েক বার আপ ডাউন করার পর যুৎসই একটা পার্কিং স্পট খুঁজে পাবার ঝক্কিটা মোটেই গায়ে লাগলো না। মনে হলো দিনটা ভালো কাটবে।

গ্রীণ পাস

মেলার আগের দিন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক হাতে একটা গ্রীণ কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললেন - মেলায় আয়োজক এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিদের জন্য ভেনুর খুব কাছে আলাদা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই নিন আপনার পাস। অলিম্পিক পার্কের ভেতরে ঢুকে বিশাল টেলস্ট্রা ষ্টেডিয়াম বায়ে রেখে সামনে এগিয়ে গেলাম। এই সেই ষ্টেডিয়াম যেখানে ২০০০ সালের অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিডনী অলিম্পিকের উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠান। একটু পরেই চোখে পড়লো এথলেটিক সেন্টার। সিডনীর ঐতিহ্যময় বৈশাখী মেলার নতুন ভেনু। অলিম্পিক পার্কের ভেতরে এলেই মনটা কেমন বড় হয়ে যায়।

চমৎকার আয়োজন!

গাড়ী রেখে এথলেটিক সেন্টারের দিকে যাচ্ছি। পথে ডঃ সুধির লোধের সাথে দেখা। তিনি এ মেলার আয়োজকদের একজন। আরে কি খবর? কেমন আছেন? সিগারেট খাবেন? একটু থামেন গাড়ী থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসি। ডঃ লোধ হাঁটতে হাঁটতে মেলার বিশাল আয়োজন এবং বিশেষ করে খাবার ষ্টলগুলোর নানা সুব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে লাগলেন। এথলেটিক সেন্টারের ভেতরে ঢুকতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সবুজ ঘসের গালিচা, লাল সাদা রানিং ট্রাক, মাথায় সাদা টোপর পরা ষ্টলের সারি, বিশাল ইলেক্ট্রনিক স্কোর বোর্ডে বাংলায় লেখা, "শুভ বাংলা নববর্ষ"। মনে হলো বারউড স্কুল ছেড়ে এ কোথায় এলাম! সবগুলো ষ্টল একবার ঘুরে দেখে বুঝলাম ডঃ লোধ বাড়িয়ে বলেননি। সেন্টারের ভেতরে গাড়ী আনা নিষেধ। ষ্টলের মালামাল কার পার্ক থেকে ভেতরে আনা নেওয়া করছে সেন্টারের নিজস্ব ফর্ক লিফট। খাবারের ষ্টল গুলির পেছনে বসানো হয়েছে পোর্টেবল বেসিন, প্রতিটি খাবারের ষ্টলের পেছনে ঘেরা দেওয়া রান্নার জায়গা। রান্না করতে গিয়ে যাতে ঘাস নষ্ট না হয় তার জন্য বিশেষ ধরনের পুরু ম্যাট, রান্না করা খাবার যেন সারাদিন বাইরে থেকে নষ্ট না হয় তার জন্য কয়েকটি বিশাল

বিশাল ডীপ ফ্রীজ। বারউড স্কুলের বৈশাখী মেলায় কয়েকবার গ্রামীণ সাপোর্ট গ্রুপের টি ষ্টল দিয়েছিলাম। সেখানে পানি, বিদ্যুৎ এবং ময়লা ফেলা নিয়ে যত সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে এখানে তার কোনোটিকে খুঁজে পেলাম না।

মানুষ কোথায়!

সকাল, মানে বেলা ১১টার দিকেও মেলায় লোকজন বেশী ছিল না। এটা নতুন নয়। প্রতিবারই দেখেছি, লোকজন বিকালের দিকেই আসে। তবে এ বছরের কথা আলাদা। এতদিন মেলায় ঢুকতে টিকিট লাগতো না। এ বছর লাগবে। বড়দের জন্য ৩ ডলার করে। ছোটরা ফ্রী। এতদিন বারউড স্কুলের আশেপাশে যে যেখানে পারে গাড়ী পার্ক করেছে। এ বছর পার্কিং এর জন্য পয়সা লাগবে। পাঁচ ডলার। তারপর আছে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, বৃষ্টি হতে পারে। লোকজন আসবে তো! এ উৎকণ্ঠা আয়োজকদের ছিল। দুপুরের পর থেকে লোকজনের ভিড় বাড়তে শুরু করে। মানুষের ঢল নেমেছিল সন্ধ্যার দিকে। প্রায় ১০ হাজার তো হবেই, বেশীও হতে পারে। ডঃ আবেদ চৌধুরী সম্ভবতঃ বললেন লন্ডন এবং আমেরিকায় ও বাঙ্গালীদের এত বড় সমাবেশ হয় না। পরিষদের সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং অন্যান্য আয়োজকদের গর্বে মাটিতে পা পরার কথা নয় কিন্তু দেখে মনে হলো তারা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটছেন। পা মাটিতেই আছে।

ফ্যাশান শো

ষ্টেডিয়ামের বিশাল ছাউনি দেয়া গ্যালারীর সামনে তৈরী করা হয়েছিল মঞ্চ। সেখানে সারাদিন ব্যাপী হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠের আসর, নাচ, গান, ব্যান্ড সঙ্গীত এইসব। তবে এ বছরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ফ্যাশান শো। মূলত এ দেশে বেড়ে ওঠা ছেলে মেয়েদের করা। গ্যালারী এবং মঞ্চের সামনে দর্শকের উপচে পড়া ভিড় থেকে বোঝা গেছে এর জনপ্রিয়তা। জামদানী, গ্রামীণ চেক, উপজাতীয় পোশাক, রাজশাহী সিল্ক, টাঙ্গাইলের শাড়ি, ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক বিয়ে - এসব রকমারী পোশাক পরে মঞ্চে ওদের চলা আর চাহনী দেখে কে বলবে ওরা প্রফেশনাল মডেল নয়! ওদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই সুন্দর উপস্থাপনাটির পরিকল্পনা করেছিলেন স্বপনা শাহনাজ। তাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। তিনি অবশ্য কথা প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানালেন সাইফুর রহমান অপু, জুলফিকার আহমেদ এবং তার স্ত্রী ফৌজিয়া সুলতানা নাজলীকে, তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

জরিমানা

শুনলাম অর্বাণ কাউন্সিল থেকে ফুড ইন্সপেক্টর এসেছিল খাবারের দোকান পরিদর্শণ করতে। তারা রান্না করা বিরানীর হাড়িতে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেখেছেন তাপ ৬০ ডিগ্রীর ওপরে আছে কিনা। এটাই নিয়ম। খাবার পরিবেশনের ব্যাপারে আরো অনেক নিয়ম আছে এ দেশে। অনিয়মের কারনে কয়েকটি ষ্টল বন্ধ করে দিয়েছে তারা। কয়েক জনকে করা হয়েছে মোটা অংকের জরিমানা। যারা সঠিক নিয়মে খাবার পরিবেশন করেছেন তারা খুব ভালো ব্যবসা করেছেন। প্রায় প্রতিটি দোকানের সামনে লম্বা লাইন দেখে ব্যাপারটা অনুমান করা যায়।

আলোর বন্যা

বারউডে সন্ধ্যার পর বাইরে আলোর স্বল্পতা একটা সমস্যা ছিল। এখানে সন্ধ্যার আগেই ষ্টেডিয়ামের চারদিকে চারটা বিশাল টাওয়ার আলোয় ভাসিয়ে দিল চারদিক। আলোয় ভুবন ভরা। ফ্লাস ছাড়াই ছবি তোলা যায়।

বাপ্পা মজুমদার আসেন নি

মেলায় বাংলাদেশ থেকে শিল্পী বাপ্পা মজুমদারের আসার কথা ছিল। সে ভাবেই প্রচার করা হয়েছিল মেলার পোস্টারে আর বিজ্ঞাপনে। কিন্তু তিনি আসেন নি। কেন আসেন নি এ ব্যাপারে মেলার কর্মকর্তারা কোনো ঘোষনা দেন নি।

বঙ্গবন্ধু পদক

প্রতিবছর বঙ্গবন্ধু পরিষদ একজন বাঙ্গালীকে বঙ্গবন্ধু পদক দিয়ে সন্মানীত করে থাকে। এ বছর পদক পেলেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার হেড অব দ্যা স্কুল অব কমার্স, প্রফেসার আতিকুল ইসলাম।

আয় ৫ ব্যায় ১৫

রাত সাড়ে নয়টায় মেলার সমাপ্তি ঘোষনা করলেন পরিষদের সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক। এবার ঘরে ফেরার পালা। ষ্টেডিয়ামের বাইরে এসে দেখি শম্পা বৌদি তার বইয়ের ষ্টলের মালপত্র নিয়ে একদিকে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। কি ব্যাপার? আর বলবেন না, আশীষ গাড়ি আনতে গেছে এক ঘন্টা হলো। কোনো খবর নেই। আমরা কথা বলছি দেখি আশীষ বাবলু হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসছেন। কি ব্যাপার গাড়ি কোথায়? আর বোলো না, অলিম্পিক পার্কের ভেতরে অন্যান্য ষ্টেডিয়ামে আরো দুটো বড় বড় অনুষ্ঠান হচ্ছিলো। ৫০ হাজার লোক। তারাও সবাই বাড়ি ফিরছে। পুলিশ অলিম্পিক পার্কের বিভিন্ন অংশ বন্ধ করে দিয়েছে। কার পার্ক থেকে গাড়ি বের করলেই তারা সবাইকে ধরে অলিম্পিক পার্কের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভেতরে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ। আমি প্যারামেটা রোড দিয়ে কয়েক চক্কর মেরে অনেক কষ্টে ভেতরে ঢুকেছি। গাড়ি ষ্টেডিয়ামের ঐ পাড়ে রেখে এসেছি। এদিকে গাড়ি আনা যাবে না। এখন উপায়? শম্পা বৌদি উদ্বিগ্ন। আমি বললাম অসুবিধা নেই আমার গাড়ি কাছেই আছে, ওটা নিয়ে আসি তারপর আমার গাড়িতে মাল গুলো তুলে চলুন আপনার গাড়ির কাছে যাই। আশীষ দা হেসে বললেন সেটা হবার নয়। এখান থেকে ওখানে যেতে পারবেন না। রাস্তা বন্ধ। তার চেয়ে এক কাজ করুন - আমরা হ্যারিস পার্কে খেতে যাবো। আপনি মালগুলো নিয়ে বিল্লু তে চলে যান আমি আর শম্পা হেঁটে যাচ্ছি - ওপার থেকে গাড়িটা নিয়ে আমরা আসছি বিল্লু তে - ওখানে এক সাথে ডিনার করা যাবে। বিল্লু তে ইন্ডিয়ান থালির সুনাম শুনেছি। কোনোদিন যাওয়া হয়নি। ভাবলাম অফারটা মন্দ নয়। ঠিক আছে। যেমন কথা তেমন কাজ। আধ ঘন্টা পর হাতে মুখে একটু পানি ছিটিয়ে হ্যারিস পার্কের বিল্লু রেস্তোরায় একটা টেবিল দখল করে বসেছি। ওয়েটার তিনটা বিশাল কাসার থালার ওপর ছোট ছোট বাটিতে সপ্ত ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাবার দিয়ে গেল। থালার মাঝখানে কিছু ভাত আর দুটো করে গরম পরোটা। এর নাম থালি। আহা কি প্রাচুর্য!

মেলা দেখে, থালি খেয়ে, আরামে একটা সিগারেট টেনে বাড়ি ফিরছি আর আশীষ দা'র বিজনেসের কথা ভাবছি। বিকালে তার ষ্টল থেকে একটা সি ডি কিনেছিলাম। দাম ৫ ডালার। রাতে উনি আমাকে ডিনার করালেন। দাম ১৫ ডলার। হিসাব মিলছে না!

মেলার হিসাব সহজে মেলে না। যারা মেলার আয়োজন করেন তারা ব্যাপারটা জানেন। তবুও আমরা মেলা ভালোবাসি। একটা মেলার পর অন্য মেলার জন্য অপেক্ষা করি। একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে তিনটা। সিডনীতে মেলার সংখ্যা বাড়ছে। আমরাও বাড়ছি। বড় হচ্ছি। বুড়ো হচ্ছি। শৈশবের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি খুঁজে ফিরি - এক মেলা থেকে অন্য মেলায় - **আনিসুর রহমান**